www.banglainternet.com

Munier Chowdhury

Feat. colomn

play

From - Palashi Barrack O Anyanya (1969)

ফিট কলাম

চরিত্র ঃ

সুটটাই-পরা ভদ্রলোক
ফিরোজ
লতিফ
রিক্‌শাওয়ালা
দোকানী
রসিক
মুচ্ছী
ফক্কড়
পাণ্ডা
চশমাধারী
অভিনেতা
বোরখা-পরিহিতা

[কাল : ১৯৪৮ ইং।

স্থান : আদিম ঢাকা যেখানে নয়া শহরের সঙ্গে গলাগলি করে পড়ে আছে সেই রমনা-দেওয়ানবাজারের সংযোগস্থল। তেমাথার এক মুখে পুরাতন বেতার ভবন, অন্য দিকে বিশ্ব-বিদ্যালয়, তার উল্টো দিকে যাদুঘর।

দৃশ্য : মঞ্চের পেছনের দিকে কাঠের ফ্রেমে টিন গেঁথে দাঁড় করান একটা উঁচু বড় পানবিড়ির দোকান। দোকানী বিড়ি তৈরী করছে। একজন চশমাধারী সিগ্‌রেট কিনছে। দোকানের সামনে একটা রিক্‌শা দাঁড় করানো, হয়তো সওয়ারীও দোকান থেকে কিছু নেবে ঠিক করেছিল।

পর্দা উঠবে একটা ভয়ংকররকম উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে। রিক্‌শার স্যুটটাই পরা ভদ্রলোক লাফিয়ে পড়ে লুংগি-গেঞ্জি পরা এক লোককে আক্রমণ করেছে। রিক্‌শার ওপর আগাগোড়া বোরখায় মুড়ি দেয়া একটি মানুষমূর্তি—পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে বসে আছে।]

স্যুটটাই : বদমাশ! খুন করে ফেলব তোমাকে!

রিক্‌শাওয়ালা : (সাহেবের মুষ্টিবদ্ধ উদ্যত হাত ধরে ফেলে) আরে আরে সাব করেন কি, করেন কি? মানুষ্যারে একদম গাইলা ফালাইবেন না কি!

ধরাশায়ী : ফিরোজ মিয়া, ফিরোজ মিয়া!

[এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ফিরোজ মিয়া নামে যে ফিকফিকে লোকটা এগিয়ে এল, তার গায়ে ফিনফিনে পাঞ্জাবী, বুক বাঁহাতে কাঁধে টিকনের কাজ করা। পায়ে বার্ণিশের লাল

banglainternet.com

পাম্পসু, পরনে জমকালো বোম্বাই লুংগী। নাকের নীচে ক্ষুদে অথচ গোদা গোঁফ; ছুধার মোমে মাজা, ছুঁচোলো এবং ফণা উঁচানো। অনবরত হাত-পা ছোঁড়ে এবং হাত-পা গোটায়, পানির ভেতর চিংড়ি মাছের মতো। তিড়িং বিড়িং চলনবলন। কথা শেষ না করেই একটু পেছনে সরে একটা ঘুরপাক দিয়ে আসে, এসেই আবার একটুখানি তেড়ে হম্বিতম্বি করে, করেই থেমে যায়। অঙ্গভঙ্গি করে, মুখ বানায়, উপড়ে ফেলার ভাব নিয়ে গোঁফের ফলায় টান দেয়।]

ফিরোজ : (রিক্‌শাওয়ালাকে) ব্যাটা এটা কি গোলাপের বঁটু পেয়েছিস নাকি! কব্‌জি ভাল করে ঠেঁসে ধর। আরে ঘুষিটা ছুটে বেরিয়ে গেল যে! (সাহেবকে) বলি সাহেব, এটা কি, এটা কি হচ্ছে? সদর রাস্তায় পড়ে এসব লপ্‌টালপ্‌টি কিসের? কুস্তি লড়ছেন না কি? রাস্তাটাকে কি আখড়া পেয়েছেন? (ধরাশায়ীকে) আরে, এ যে দেখছি লতিফ মিয়া! কটপট উঠে পড়ছ না কেন? কোলা ব্যাঙের মতো হাত-পা ছড়িয়ে সদর রাস্তার চিৎপাৎ হয়ে পড়ে রয়েছ যে, ব্যাপার কি? দিনেছুপুরে আসমানের তারা পহরা দিচ্ছিলে না কি?

[এলোমেলো হাত পা ছুঁড়ে ফিরোজ মিয়া ধরাশায়ী লতিফ মিয়াকে সাহেবের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করে।]

সুটটাই : এক ঘুষিতে তোমার চোখে আমি সর্ষেফুল ঝরিয়ে দেব। বদমায়েশির জায়গা পেলেনা আর!

রিক্‌শা : (নেমে পড়ে দুহাত দিয়ে বাধা দেয়) যা মারছেন, হেই বহুৎ হইছে। মানুডারে একদম ফাক্‌কী কইরা ফালাইবেন নাকি?

[পানওয়ালা ভাল স্বাস্থ্য, রসিক লোক। খালি গা, নাভির নীচে লুংগির গেরো। অভাবনীয় ঘটনার সমষ্টি নিয়েই যে স্বাভাবিক দুনিয়া, এই উপলব্ধিতে তার সমস্ত চোখমুখ ঝকমক করছে। দোকানের ওপর দাঁড়িয়ে চীৎকার করে মন্তব্য করে।]

দোকানী : হালায় একদম বাইলা মাছ বইনা গেছে অখন। ওয়াখত জানস না, মওকা বুঝস না, হামলা করস ক্যান। মর অখন!

[খুব নিরীহ পণ্ডিত গোছের চশমাপরা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ছাত্রটি এক হাতে এক গাদা মোটা মোটা বই চেপে ধরে অন্য হাতে আগুনের দড়ি থেকে সিগরেট ধরাচ্ছিল সে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসেছে।]

সুটটাই : (এখনও লতিফ মিয়াকেই) হারামজাদকির জায়গা পাওনা আর! বোরখা-পরা আওরতের মুখের সামনে বিড়ি উঁচিয়ে তুমি আমার কাছে আগুনের খোঁজ করছিলে, না?

ফিরোজ : আওরৎ? আওরৎ!

লতিফ : (কোনক্রমে আক্রমণকারীর আওতার বাইরে হাটে গিয়ে মাথা পিঠ লুংগি ঝাড়তে থাকে।) কাজটা খুব ভাল হল না সাহেব। আখেরে অনেক পস্তাতে হবে সাহেব, এই বলে দিলাম।

দোকানী : হালায় দেখি আবার বুলিও কপচায়। খিচ্‌ যা, খিচ্‌ যা! সময় থাকতে থাকতে কাইটা পড় হালায়!

ফিরোজ : আওরৎ! আগুনের জন্য আওরতের কাছে যাবে কেন? আপনাকে এখনও ভুঁসিয়ার করে দিচ্ছি, বাড়াবাড়ি করবেন না। আপনি জানেন আমি কে?

সুটটাই : (দাঁতে দাঁত চেপে মারাত্মক ভঙ্গীতে এগিয়ে আসতে আসতে) ওটার স্যাংগাত বুঝি? আরেকটু কাছে এগিয়ে এসো তো বাছাধন, এতদূর থেকে ভাল করে চিনতে পারছি না তোমাকে।

banglainternet.com

ফিরোজ : (চীৎকার করে) ভাল হবে না, ভাল হবে না বলছি সাহেব। পুলিশ! পুলিশ! পুলিশ! (পকেট হাতড়ায়) শালার গাঁঠকাটা হুইসিলটা আবার খসাল কখন?

দোকানী : এই চিজ আবার কোঁপরদালালি করে ক্যান? তুমি কেউগা? মাঝখান থাইকা তুমি আবার পাঁচাল সুরু করলা ক্যান?

সুটটাই : পুলিশ! পুলিশ তো আমিও খুঁজছি। ইতিমধ্যে তোমার নাকের ছেঁদা দুটো যদি আমি ঘুষিতে চিরকালের জন্য বন্ধ করে দি? শুধু মুখ দিয়ে শোঁয়াস টেনে টেনে হুইসিল ফুঁকতে পারবে না? ধাপ্পাবাজির আর লোক পেলে না! আমার সামনে পুলিশের লোক সেজে ধোঁকা দিতে চাও!

দোকানী : (ফিরোজ মিয়ার উদ্দেশ্যে) পুলিশের ভাট্‌কী? সাবাস মিয়া, এইটা জব্বর বুদ্ধি ঠাওরাইছ!

[শান্ত গম্ভীর মুখে ছাত্রটি অনেকক্ষণ ধরে বোরখাধারীকে বেশ খুঁটিয়ে দেখছিল। সুটটাই পরা ভদ্রলোককেও। ওদিকে রিক্‌শাওয়ালার সঙ্গে ততক্ষণে আরও একজন মুছল্লী গোছের টুপীপরা পথচারী যোগ দিয়েছেন। সাহেবকে তারা প্রাণপণে সামলাতে চেষ্টা করছেন আর সাহেব কোনো বাধাই মানতে চাইছেন না।]

মুছল্লী : আপের ব্যাপারটা কি হয়েছে? আপনি অত উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন কেন? একটু শান্ত হয়ে বলুন কি হয়েছে। লোক দুটো তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না!

ফিরোজ : পালাব, পালাব কেন, যুদ্ধ লেগেছে না কি? সরকারের নুন খাই না আমরা?

লতিফ : (ঘাড় টিপতে টিপতে) খুব পাহলোয়ান হয়েছেন। টিট, সব টিট করে দেব আজ!

সুটটাই : চোপরাও! বদমাশ কাঁহিকা? বিড়ি ধরাবার উছিলা করে তুমি মেয়েমানুষের বোরখা ওল্টাতে চাও, আবার পাল্টা এখন সাধু সেজে বুলি ঝাড়ছ! হাড় কখানা আস্ত রাখতে সাধ নেই বুঝি!

[বেতার কেন্দ্রের সৌখিন অভিনেতা একজন: হাউই সার্ট, সিল্‌ক পাৎলুন। ক্রেপের জুতো, চোখে শেলের ভারী বড় গগল্‌স। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কয়েকজন, একজন একটু ফক্কড় গোছের, একজন রাজনৈতিক পাণ্ডা, একজন একটু কবি-কবি ভাবের, অন্যজন চালাকচতুর রসিক তরুণ। ক্রমে ক্রমে ঘটনাস্থলে চারদিকে লোকের ভিড় বাড়ছে।]

ফক্কড় : ব্যাটা দেখছি আচ্ছা আহাম্মক! এই ভরদুপুরে সদর রাস্তায় কেউ শিকার খুঁজতে বার হয়! আওরৎ না মরদ তার নেই পাত্তা। কাপড়ের ফুটো দিয়ে দেখেছ তো কেবল একজোড়া চোখ! সেই দুফালি নজরের তীরেই একেবারে দিওয়ানা বনে গিয়েছিলে না কি ইয়ার?

রসিক : আঁখির বাণের পর এবার রুলের গুঁতো আসছে। সইতে পারবে তো বাছাধন? মারধর করে লাভ কি সাহেব, হাজতে পাঠিয়ে দ্যান ব্যাটাদের। অমন গুণধর প্রেম-পিয়াসীদের আমরা নাহয় মিছিল করে পৌঁছে দিয়ে আসব।

চশমাধারী : কে, রশীদ ভাই না!

সুটটাই : আরে, তুমি যে!

চশমাধারী : দাড়ি শেভ করে ফেলেছেন বলে অনেকক্ষণ চিনতে পারি নি। কিন্তু হাতের ঐ কবজি আর পাঞ্জা একই শহরে দুটো কোত্থেকে আসবে! এখানে দাঁড়িয়ে মিছেমিছি আর সময় নষ্ট করবেন না। লোক দুটোকে

banglainternet.com

আমরা দেখছি। আপনি যান। এই রিক্‌শাওয়ালা, চালাও!

মুছল্লি : হ্যাঁ হ্যাঁ। আপনি বরঞ্চ চলে যান, সঙ্গে মেয়েছেলে রয়েছে। এই, তোমরা আবার সটকে পোড়ো না যেন!

ফিরোজ : (লতিফকে) টুকে রাখ, নামটা টুকে রাখ। রশিদ মিয়া, আগে দাড়ি রাখত। (মুছল্লীকে) কি বললেন? আমরা সটকে পড়ব?

লতিফ : আমাদের কি ঠাউরেছেন? হ্যাঁ, পালাব কেন?

ফিরোজ : এই রিক্‌শাওয়ালা, ভাগো মৎ। আমরা পালাব? আমরা পালাব! পালাবার জরুরৎ দেখছি আপনাদেরই বেশী। অন্ততঃ খুব জলদি জলদি সে তাগিদ অনুভব করবেন।

মুছল্লি : কি বলছেন আপানারা?

দোকানী : হালারা দেখছি একেবারে ঘাউড়া পদের হারামি! জানের ডর নাই একদম! দেখছনি কি রকম ঘাড়ের রগ টান কইরা আবার পাল্টা চিৎকার পাড়বার লাগছে। এত বাৎ ঝাড়নের হিম্মৎ হইল ক্যামনে হালাগো!

সুটটাই : (আবার আস্তিন গুটিয়ে) তোমার দাঁতকপাটি একটু বেশী দেখা যাচ্ছে মিয়া। আরেকবার রা করেছ কি মিয়া মুখের দরজাটা একবারে থেঁতলে মিশ করে দেব!

ফিরোজ : গায়ে হাত তুলবেন না সাহেব, খবরদার! জানেন আমরা কারা?

সুটটাই : কে ফেরেশতা নাকি? দেখি!

লতিফ : সব জারিজুরি এখন ছুটিয়ে দেবো না!

ফরুড় : শালাদের দেখছি বড় বুকের পাটা। দিনে দুপুরে সদর রাস্তায় বোরখার গাঁঠের দিকে নজর তাক করে থাকবে,

আবার ধরা পড়লে পাল্টা হুমকীও দেবে! কোনো গভর্ণমেন্টের লোকটোক নয় তো?

ফরুড় : সিভিলসাপ্লায়ের মন্ত্রী-শালার আত্মীয়-ফাত্মীয় হবে হয়তো। কে জানে!

ফিরোজ : (গোঁফে হাতকা টান দিয়ে) আমরা সি আই ডি-র লোক।

লতিফ : হ্যাঁ হ্যাঁ সি আই ডি-র লোক। ফিরোজ মিয়া কার্ড-ফার্ডগুলো একবার ফস করে এক নজর সাহেবদের দেখিয়ে নেও তো। চোখ ছানাবড়া বনে যাবে!

মুছল্লী : সি আই ডি-র লোক!

অভিনেতা : এ পীক সিচুএশন। সি আই ডি-র লোক। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন মৌলবী সাহেব? একটা প্রচণ্ড চপেটাঘাতে সাউণ্ড সিকোয়েনসটা কমপ্লিট করে ফেলুন। বলে কিনা সি আই ডি-র লোক!

ফরুড় : এইটা খাসা বলেছ বাবা, সি আই ডি-র লোক। তা গোয়েন্দা পুলিশের পো, বোরখার আড়ালে আবডালে ঘোরাফেরা করছিলে কিসের তল্লাশে, সেটা কি শুধু স্টেটের খাতিরে, না নিজেরও কিছু গরজ পড়েছিল?

রসিক : বাবা রূপের আগুন বড় গণগণে। একবার ছোঁয়াচ লাগলেই পুড়ে ছাই হয়ে যেতে। তা বাবা তুমি নিজের নিরাপত্তা বিপন্ন করে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য এত বেচায়েন হয়ে উঠেছিলে কোন আক্কেলে! ডেঁপোমির জায়গা পাও না আর, সি আই ডি-র লোক! এক চড়ে মুণ্ডু খসিয়ে দেব।

পাণ্ডা : এই, এতটা টেম্পার দেখানও ঠিক নয়। তুমি কি করে জানো যে ওরা সত্যি সত্যি সি আই ডি-র লোক নয়। প্রমাণ পেয়েছে কোনো?

banglainternet.com

চশমাধারী : এটা মন্দ বলেন নি আপনি। দিনে দুপুরে সদর রাস্তায় মেয়েমানুষের বোরখার প্রান্ত ধরে যারা আকর্ষণ করতে চায় তারা যে রাষ্ট্রের আদত খিদমতগার নয়, এ কথা প্রমাণ করা সত্যি কঠিন।

ফক্কড় : বাবা সি আই ডি-র লোক না হয় বুঝলাম। বোরখা ছাড়া বুঝি বাছাধন রাষ্ট্রের শত্রু আর কোথাও খুঁজে পেলে না? দেলের দুষমনের তল্লাশে আছ সে কথা বলে ফেললেই হয় বাপু!

মুছল্লী : সি আই ডি-ফি আই ডি বুঝি না। কোন মতলবে মেয়ে মানুষের বোরখায় হাত ওঠালে সেটা এখনও ভাল করে না বলতে পারলে মেরে একেবারে বোবা বানিয়ে ছাড়ব।

ফিরোজ : আমরা সি আই ডি-র লোক। আপনি কার্ড দেখতে চান?

লতিফ : হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক তাই। না না। তা কেন হবে? আপনাদের কার্ড দেখাতে হবে কেন? কার্ড আমরা কাউকেই দেখাই না।

ফিরোজ : হ্যাঁ। তাইতো! সরকারের গোপন কাগজ রাস্তায় বিজ্ঞাপনের মতো সবাইকে দেখিয়ে বেড়াব না কি? যা বলি তাই বিশ্বাস করতে হবে।

লতিফ : এই রাস্তা দিয়ে যে রাষ্ট্রের কত শত্রু সকাল-সন্ধ্যা গা-ঢাকা দিয়ে আনাগোনা করে আপনি সে খবর রাখেন?

ফক্কড় : কিন্তু বাবা ঐ বোরখায় ঢাকা গোশ্‌তের বোঁচকাটাই যে রাষ্ট্রের শত্রু এটা তুমি খালি চোখে ঠাহর করলে কি করে? শুঁকে শুঁকে আন্দাজ করেছ না কি?

মুছল্লী : সি আই ডি-র লোক বলেই তুমি তো আর হায়ওয়ান জানোয়ার নও। পর্দা আক্র সব দলে মাড়িয়ে চলবে তোমরা?

পাণ্ডা : এটা আপনি কি বলছেন মৌলবী সাহেব! রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য জান কোরবান করতে হবে। আর পর্দাপুসিদার ভাঁওতা দিয়ে দুষমনরা মজা লুটে নেবে?

দোকানী : হায়, হায়, এইটা কি কন সাব, মাইয়া মানুষ শ্যাষে ফিট কলাম বইনা গেল? ওস্তাদ, এইটা ভালা মওকা হইচে, ফিট কলাম মাল হইলে আর এত বেচাইনী কিসের, লুইটা লও, লুইটা লও!

রসিক : এইটে বেড়ে যুক্তি হয়েছে। সদর রাস্তায় আওরতের বোরখা উন্মোচিত করে অন্তরঙ্গ হও, আর ফিফথ কলাম, ফিফথ কলাম বলে চ্যাঁচাতে থাক। সরকার এসে মোবারকবাদ জানিয়ে যাবে।

মুছল্লী : বদমাশ! সি আই ডি-র ভড়ং ধরে ভেবেছ রেহাই পাবে? এখনও স্পষ্ট করে জবাব দাও আওরতের বোরখার গায়ে হাত লাগিয়েছিলে কেন? যদি ঠিক মতো জবাব দিতে না পার এইখানে ব্যাস্ত পুঁতে ফেলব।

ফিরোজ : আওরৎ, আওরৎ কে? আপনি কি টিপেটুপে দেখেছেন যে বলে ফেললেন ওটা আওরৎ?

লতিফ : আপনি বুঝলেন কি করে যে ওটা মেয়েমানুষ? আমি তো সেটা যাচাই করে দেখবার জন্য মুখের কাছে চোখ এগিয়ে নিয়ে যাই।

ফিরোজ : জানেন না ঐ শালার ফিফথ কলামরা সব বহুরূপী। হাজার রকম ভ্যাংচা ধরতে জানে?

banglainternet.com

লতিফ : কত জোয়ান মর্দ ঠোঁটে রং মেখে, কোমর দুলিয়ে, পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আমাদের আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে গেছে। সে সব খবর রাখেন আপনারা?

[এই নতুন সন্দেহে সবাই বোরখাধারীর দিকে হা করে তাকিয়ে থাকে। বিস্ময় ও সন্দেহ মিশ্রিত দৃষ্টি।]

অভিনেতা : হোয়াট এ টেনশন! কেউ শ্রীইক করছেন না কেন! নিদেনপক্ষে বোরখাধারীর চৈতন্য লোপ!

দোকানী : হাচই তো। কেমন যেন একটু বেশী তাগড়া আর ডাগরডোগর মালুম হইতাছে।

ফক্কড় : মাইরী, আলগোছে একবার ছুঁয়ে পরখ করে নেব না কি?

রসিক : পরোয়া কিসের? ফিফথ কলাম সন্দেহই যখন একবার করলি তখন তাকে পুঁজি করে যত খুশী ঘাঁটাঘাঁটি কর না কেন, সরকারী ফতোয়া ঠিকই অনুমোদন করবে। আওরৎ হলে কি হবে, ফিফথ কলাম বলে যখন মনে হয়েছে তখন সরকারী ভাবে সবই হালাল।

ফিরোজ : এই লতিফ, হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? মওকা বুঝে ঢাকনাটা একবারই উল্টে দেখে নিয়ে কেটে পড়ছ না কেন?

লতিফ : হ্যাঁ হ্যাঁ দেখছি। দেখি ভিড় পাতলা করুন। আপনারা আর এর মধ্যে বেশী মাথা গলাবেন না। আমাদের দায়িত্ব আমাদের পালন করতে দিন। দেখি, দেখি, আপনারা সবে সরে দাঁড়ান দেখি।

দোকানী : লালুস কি বানচোতের! কাউরে বখরা দিবার চায় না বুঝি।

সুটটাই : বোরখার ওপর হাত দিয়েছ কি আমি পড়পড় করে

তোমার গায়ের চামড়া উপড়ে ফেলব। গা খালাতে চাও, এগিয়ে এসো।

মুহুরী : কভী নেহি। নিরাপত্তার বাহানা করে আওরৎ বেপর্দা করতে চাও? গর্দান ছিঁড়ে ফেলব তোমার।

চশমাধারী : সি আই ডি না বাটপাড় কোথাকার! মারের হাত থেকে বাঁচবার জন্য এখন যতসব ভাঁওতা খুঁজছে। (মুহুরীকে) আপনি ঐদিকে ঠিক হয়ে দাঁড়ান তো, আমি এদিকে রয়েছি। বোরখা ছুঁয়েছে কি হাড় কখানা গুঁড়ো করে ফেলবেন।

ফিরোজ : কী, এত বড় হুমকি?

লতিফ : ওস্তাদ, ঐ চশমাটাও নিশ্চয়ই ঐ দলের। চেহারাটা মনে মনে টুকে রাখছি।

ফিরোজ : (উত্তেজনার পঞ্চমে, বক্তৃতার ঢঙে) ভাইসব! রাষ্ট্র আজ এখনও শিশু—

লতিফ : শিশু কি, বল গর্ভজাত। রাষ্ট্রের শত্রু ফিফথ কলামদের পেটে ঝুলে আছে, হাত পা মুচড়ে!

ফিরোজ : থাম তুই। আহাম্মক কোথাকার। ভাইসব—

পাণ্ডা : থাম তুমি। আমি বলছি। (চশমাধারীকে) আপনি কি করে বুঝলেন যে ঐ বোরখাধারী রাষ্ট্রের দুষমন নয়, ছদ্মবেশধারী কোনো ফিফথ কলাম নয়?

ফক্কড় : সূক্ষ্ম সুড়ং দিয়ে একটু আগে চোখ দুটো দেখা যাচ্ছিল! তখন ঠারেঠুরে কোনো পরিচয় হয়ে গেছে কি না কে জানে!

রসিক : যাঃ কি ফাজলেমি করছিস! দেখছিস না ব্যাপারটা কী রকম সিরিয়স টার্ন নিচ্ছে। হোক না মেয়েমানুষ, তবু সবটা জানতে হবে তো। যদি সত্যি সত্যি ফিফথ কলাম

banglainternet.com

হয়—অন্ততঃ সন্দেহ যখন হয়েছে তখন লুৎফ উঠিয়ে জবাই করব না কেন ?

ফকড় : অত সব বুঝি না বাপু। কলাম তো দেখছি একটা, দিব্যি তাজা এবং পুরুষ্টু বলেই বোধ হচ্ছে। শুধু বোরখা দিয়ে ঢাকা এই যা আফসোস।

মুছল্লী : ওসব ফিটকলামী সি আই ডি-ফিআইডির জারিজুরি আমার সামনে চলবে না। আমি যতক্ষণ জিন্দা এই মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছি ততক্ষণ ঐ বোরখার আব্রু নষ্ট করে এমন সাধ্যি কারও নেই!

পাণ্ডা : ধর্মাবেগে আপনি বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন মৌলবী সাহেব। ভুলে যাচ্ছেন নেতার বাণী : পঞ্চম বাহিনীর হাত থেকে রাষ্ট্রকে বাঁচাবার জন্য আমাদের নির্মম হতে হবে।

ফিরোজ : (মুছল্লীকে) শরিয়তের বুলিতে আপনার চোখ ধেঁধে গেছে। আপনি বুঝতে পারছেন না মৌলবী সাহেব আপনি কাদের খপ্পরে গিয়ে পড়ছেন।

লতিফ : দেখি দেখি একটু সরে দাঁড়ান তো, আমি এখনই পরীক্ষা করে দেখছি, মরদ না আওরৎ।

সুটটাই ও মুছল্লী : (এক সঙ্গে গর্জন করে ওঠে) খবরদার!

ফিরোজ : ভাইসব! পঞ্চম বাহিনীর কারসাজি একবার চোখ মেলে দেখুন। দেখুন কি কৌশলে তারা প্রয়োজন হলে শরিয়তের খোলস পরে জনতার চোখে ধুলা দেয়।

লতিফ : এরা গুণ্ডার ওপরও টেক্কা দিতে ওস্তাদ।

ফিরোজ : চুপ করো, আহাম্মক কোথাকার! ভাইসব! আমরা সি আই ডি-র লোক—জাতির মেরুদণ্ড, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রধান হাতিয়ার, আমরা গোয়েন্দা পুলিশ। দেখুন,

আপনাদের চোখের সামনে, এই পঞ্চম বাহিনীর দল আমাদের পর্যন্ত কি রকম নাস্তানাবুদ করে ছাড়ছে। নিজের চোখের ঠুলি খুলে ফেলুন, চিনে রাখুন এদেরকে।

লতিফ : (আরও উচ্চগ্রামে) জেনে রাখুন এদেরকে! এদের বুলি মধু মাখানো, কিন্তু এরাদায় বিষ। এদের মুখে মুখোশ, বুকে ফাঁদ পাতা। এদের মনে বোরখা, দেহে বোরখা। এদের চিনে রাখতে হলে বোরখা খুলে ফেলতে হবে। (আরো চীৎকার করে স্লোগানের ঢঙে) বোরখা—

পাণ্ডা :
ফিরোজ :
লতিফ : } (সবাই একসঙ্গে) খুলে ফেলতে হবে!

[মুছল্লী, চশমাধারী ও সুটটাই পরা ভদ্রলোক এবং আরও অনেকে, বাধা দেবার জন্য রিক্শার সামনে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ান। কিছুক্ষণের জন্য মানুষের ভিড়ের আড়ালে রিক্শা ঢাকা পড়ে যায়।]

পাণ্ডা : (এগিয়ে এসে) বোরখার মুখটা একবার একটুখানি উল্টে সব্বাইকে এক নজর দেখিয়ে দিতে আপনার এত আপত্তি কিসের!

সুটটাই : এক শ' বার আপত্তি আছে। আপনি সন্দেহ প্রকাশ করবার কে ? আপনি কে ?

পাণ্ডা : আমি ? আমি স্টেটের হিতাকাঙ্ক্ষী।

সুটটাই : আহাহা, কি কথা শোনালেন। কাজেই আপনার সামনে আমার বিবি-বেটির বোরখা সব সময় উল্টে ধরে রাখতে হবে, না ?

মুছল্লী : কভি নেহী। ইজ্জত শরম আব্রু সব আপনি কিনে নিয়েছেন না কি ?

banglainternet.com

অভিনেতা : সিচুএশনটা এত ঘোরালো না করে সাহেব বোরখাটা একটু নেড়ে চেড়ে দেখালে মহিলার অঙ্গ তো ক্ষয়ে যাচ্ছে না!

মুহুরী : এটা ইংলিস্তান নয়, পাকিস্তান। ইসলামিক স্টেট। যার খুশি সে মুখ বুক উরু দেখাক। কিন্তু যে তা চায় না, তার ঈমান আমি শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়ে রক্ষা করব।

রসিক : এক নজর একটু দেখতে দিলে কিছু এসে যেতো না। একেবারে অস্পৃর্যস্পশ্যা হয়তো নন।

দোকানী : একটু চাখবার দিলে আপনি যদি আরও বেশী বায়না ধরেন! লাবুসে লাবুস যদি আপনার বাইড়া যায়?

ফরুড় : লোকটাই বা বোরখা একটুখানি ওল্টাতে এত মারমুখো হয়ে বাধা দিচ্ছে কেন? মেয়েটি তো দিব্যি শান্ত স্মার্ট ভঙ্গীতে সেই থেকেই বসে আছে। একটুও ঘাবড়েছে বলে মনে হয় নি।

রসিক : কে জানে হয়তো ইলোপ করে নিয়ে যাচ্ছে। পালাবার পথে এই ঝামেলা। বোরখা সরালে যদি হঠাৎ কেউ চিনে ফেলে সেই ভয়ে এত হাঁকডাক শুরু করেছে।

ফিরোজ : ভাইসব, এখনও আপনারা সময় থাকতে সংঘবদ্ধ হন। আমাদের নেতা বলেছেন—ঐক্যই আমাদের রাষ্ট্রের মূল বুনিয়াদ।

লতিফ : ইনকালাব—

ফিরোজ : চোপরাও, আহাম্মক কোথাকার!

পাণ্ডা : আপনি তাহলে সত্যি বোরখা তুলে আমাদের পরখ করতে দেবেন না?

সুটটাই : অসম্ভব।

মুহুরী : কভি নেহী।

চশমাধারী : মগের মুলুক পেয়েছেন? গুণ্ডার খায়েশ মেটাবার জন্য ফিফথ কলামী জুজুর ভয় দেখালেই বিবির মুখের পর্দা আপনার সামনে তুলে ধরব?

পাণ্ডা : (তারস্বরে বক্তৃতা) ব্রেদারানে ইসলাম! এই চশমাধারী লোকটাকেও আপনারা চিনে রাখুন। এর কথার ঢং হিন্দুস্তানের কুচক্রী নেতাদের মতো। এ পাকিস্তানে অবিশ্বাসী, যুক্তবঙ্গের উপাসক। আমাদের রাষ্ট্রের কল্যাণকে এ যুবক মশ্‌করা করে। এর জবাব দেবেন না আপনারা?

ফিরোজ : জরুর, জরুর!

[বেতারকেন্দ্রের একজন মহিলা-শিল্পী অভিনেতার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।]

মহিলা : ব্যাপার কি?

অভিনেতা : পঞ্চম বাহিনীর বিচার এই শুরু হোলো বলে। এখন এখানে আপনার না থাকাই বোধহয় ভাল।

ফিরোজ : ভাইসব, আপনারা সব থামোশ কেন? জনসাধারণের গভর্ণমেণ্ট, গভর্ণমেণ্টের হাতিয়ার, সেই হাতিয়ারের ধার—আমরা সি. আই. ডি.র লোক—সেই আমাদের ধার যারা ভোঁতা করে দিচ্ছে তাদের দুশ্‌মনীর সমুচিত জবাব দেবেন না আপনারা?

লতিফ : নারায়ে তকবীর—

পাণ্ডা : থামোশ। ব্রেদারানে ইসলাম, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার নামে আমি আহ্বান করছি আপনাদের। আওরত-মরদ, শরিয়ত-বেশরিয়ত, ইজ্জত-বেইজ্জত, আক্রু-বেআক্রুর কোনো সওয়াল এখানে পয়দা হতে পারে

banglainternet.com

না। জোর কদমে এগিয়ে আসুন, সব্বাই কসম করুন, রাষ্ট্রের শত্রু নিপাত যাক—

লতিফ : বোরখা আমরা খুলে ফেলবই।

পাণ্ডা : এগিয়ে এসে সব্বাই মিলে দেখুন বোরখার অন্তরালে কি বিষধর পঞ্চম বাহিনী গা-ঢাকা দিয়ে পালাতে চাইছে। আসুন—ইনকালাব—

দোকানী : (চীৎকার করে') ভাইসব, আমার ওউগা কথা আছে। ফিটকলাম ষ্টেটউড আমি বুঝি না। আমি খালি কইবার চাই আওরতের গায়ে মরদ, সোয়ামী না হইলে, কোনো বেগানা মরদই হাত লাগাইবার পারে না।

ফিরোজ : তোমার তকরির বন্ধ কর এখন।

দোকানী : হুনেন আমার কথা মিয়ারা। যদি বোরখা তুইলা হাচই পরীক্ষা করন লাগে তবে ও-ই হেই কোণে, আরওউগা আওরৎ খাড়াইয়া রইছে। হেয়ারে কন আউগাইয়া খাড়াইতে। তিনি গিয়া লাইড়া-চাইড়া দেখুক হাচই বোরখা পইরা মাইয়া না পোলা। এইটুকুনই আমার কথা, রাজী আছেন হগলে!

অভিনেতা : ক্যাপিটাল। কী গভীর নাটকীয় অনুভূতি! কী অদ্ভুত উদ্ভাবনী শক্তি!

রসিক : ইতস্ততঃ করছেন কেন? যান আপনি, তাড়াতাড়ি করুন। যে কোনো রকম একটা সুরাহা তো হোক!

ফক্কড় : শুধু চোখ মুখ দেখে ঠাহর করতে পারবেন না। সারা শরীরে নজর ডালেন যেন।

পাণ্ডা : লজ্জা কিসের? রাষ্ট্রের খেদমত করতে গেলে, পঞ্চম-বাহিনীর ধ্বংসসাধনে এসব লজ্জা-সঙ্কোচ বিসর্জন দিতে হবে বৈকি। সেখানে আমরা ধনী-নির্ধন, ছোট-বড়,

মেয়েপুরুষ সবাই যে সমান, ঐক্যবদ্ধ। আসুন, আসুন—

লতিফ : এই, দেখি দেখি, সবাই একটু সরে দাঁড়ান দেখি। এই দিক দিয়ে আসুন, এই দিকে—একি—এ্যাঁ!!

ফিরোজ : সোবহানাল্লাহ! এরি মধ্যে আওরৎ-গায়েব হোলো কোথায়—

[দুবারে লোকজন সরে গেলে দর্শকবৃন্দও এবার খালি রিকসাটা দেখতে পাবে। গোলমালের মধ্যে সবার অলক্ষ্যে বোরখাধারী কখন যেন নেবে সরে পড়েছে।]

সুট-টাই : জোবেদা, জোবেদা, কোথায় গেলে জোবেদা? (চশমাধারীকে) নেবে পড়ল কখন? কোন দিকে গেল? জোবেদা, জোবেদা, কোন্ দিকে, তুমি কোন্ দিকে গেলে?

[সবাই একটু হতভম্ব]

ফিরোজ : আমাদের সঙ্গে বুজরুকি না!

লতিফ : বোরখার নীচে ডানা লাগানো ছিল না কি?

দোকানী : এইটা কি কন? বোরখাপরা থাকলে কি হইব, ভিতরে একটা মানুষ আছিল। আপনারা যে এলাহী কাণ্ড শুরু করছিলেন সব দেইখা-শুইনা মাইয়াটার জান উইড়া যায় নাই? তাজ্জব হওনের কি আছে? জানের লগে পংখীও ডরের চোটে উইড়া পলাইছে। এর মধ্যে তাজ্জব হওনের কি আছে?

সুট-টাই : জোবেদা, জোবেদা! (বলতে বলতে, কিছুটা ব্যস্ত উদ্‌ভ্রান্তের মতো বেরিয়ে যায়। পেছনে পেছনে চশমাধারীও চলে যাবে।)

পাণ্ডা : লোকটা পালালো না তো। সব যেন কি রকম এলোমেলো হয়ে গেল!

banglainternet.com

ফিরোজ : লতিফ, তুই বাঁ দিকে যা। খুঁজে দেখ, বোরখার বোঁচকাটা কোন দিকে পালালো। আমি সাহেবের পেছন নিচ্ছি। (সবাইকে) এখন আর গাধার কানের মতো খাড়া হয়ে থেকে ফয়দা কি! দুশ্‌মন তো পালিয়েছে!

(লতিফ ও ফিরোজ, দুজনের দু দিক দিয়ে প্রস্থান।)

মুহুরী : শালারা জবর ধোঁকা দিল তো! বেইমান সি. আই. ডি. সেজে আমার চোখে ধূলো দেবে! বদমায়েশী করে বলবে ফিটকলামনীকে করেছি, আর ধরা পড়লে, সি. আই. ডি. বলে সাধু সাজবে। আবার সব শেষে ছমকী পর্যন্ত দিয়ে যায়। ষ্টেট-উট বুঝি না, আমি একাই তোমাদের শায়েস্তা করব।

[লতিফকে অনুসরণ করে নিষ্ক্রান্ত]

রসিক : কি জ্ঞান আহরণ করলে ওস্তাদ?

ফক্কড় : আগামীকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোরে প্রয়োগ করে দেখাব, বিশ্বাসঘাতকতা না করলে তোকেও দলে টানতে পারি।

রসিক : হাত মেলা।

[একসঙ্গে দুজন বেরিয়ে যায়]

মহিলা : বোরখার নীচে ছিল কি? পুরুষ না মহিলা? পঞ্চম-বাহিনীর একজন যে, একথা মনে জাগল কি করে?

পাণ্ডা : সব সময়েই সতর্ক থাকতে হবে তো। শিশু রাষ্ট্র, কখন কোন্ দিক থেকে গা ঢাকা দিয়ে কে কি মতলব নিয়ে এগিয়ে আসছে, ওঁৎ পেতে বসে আছে, কে জানে! সব সময় সাবধান না থাকলে চলবে কেন। (একটু সরে গিয়ে) শালা আওরৎই ছিল না ফিকথ কলামনিষ্ট?

[বিড়বিড় করতে করতে বেরিয়ে যায়]

মহিলা : মেয়েটার জন্যে আমার কষ্ট হচ্ছে। আপনার?

অভিনেতা : আপনারই হচ্ছে, আর আমার হবে না?

মহিলা : রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিপদগ্রস্ত হচ্ছে ঐ জন্য, না মেয়েটা পালিয়ে আবার কোনো নতুন বিপদে পড়তে পারে সেই আশঙ্কায়?

অভিনেতা : কোনটার জন্যই নয়। আপনি বেশী চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, যে কোনো কারণেই হোক, আপনি মনে মনে দুঃখ পাচ্ছেন—ভেবে, আমিও দুঃখিত।

মহিলা : থ্যাংকস। চলুন এখন এগোনো যাক।

অভিনেতা : আধ মিনিট। সিগরেটটা নিয়ে নি। দেখি—(দোকানীর কাছ থেকে সিগরেট নিতে নিতে।) আচ্ছা ঐ লোক দুটো সত্যি সি. আই. ডি. র লোক ছিল নাকি, না এমনি বদমাশ লোক বেকায়দায় পড়ে ভাণ করছিল?

দোকানী : ক্যাম্বায় কমু! বোরখা পরলেই মরদ যদি আওরৎ হইবার পারে তবে আওরৎ দেখলে গুণ্ডা সি. আই. ডি. হইবার পারব না ক্যান? রক্তের গন্ধ পাইলে বাঘ বেচায়েন হয় না? সবই এক জাতের সাব—।

[অভিনেতা ও মহিলা শিল্পীর প্রস্থান। দোকানী মহিলার নিষ্ক্রমণ এক চোখ ছোট করে রসিয়ে রসিয়ে দেখে।]

হালায় বোরখা পরাইয়া দিলে মাইয়ায় মাইয়ারেই বা ফরাগ কি! সবই এক জাত!

[নিজের জীবনদর্শনে নিজেই উদ্ভাসিত]

banglainternet.com

for more books of Munier Chowdhury, visit www.banglainternet.com